স্বীয় ওয়াদাতেই আমরা প্রতিষ্ঠিত আছি

শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ)

আল-কায়িদা প্রধান শাইখ আইমান-আল জাওয়াহিরীর নিকট হতে আমীরুল মু'মিনিন মৌলভী হায়বাতুল্লাহ (আল্লাহ তাদের উভয়কে হেফাজত করুন) এর প্রতি অডিও বার্তার বঙ্গানুবাদ।



আস-সাহাব মিডিয়া

শা'বান – ১৪৩৭

বাংলা অনুবাদ এবং পরিবেশনায়

النصر
AN-NASR

আন-নাসর মিডিয়া

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌ তায়ালার জন্য এবং দুরূদ ও সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবা ও তাঁর সকল অনুসারীদের প্রতি।

আমার এ বার্তা আমীরুল মু'মিনিন মৌলভী হায়বাতুল্লাহ এর প্রতি - আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন; সাহায্য করুন; হেদায়েতের উপর অটল রাখুন এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁর কিতাব ও তাঁর নেককার বান্দাদের দ্বারা বিজয় দান করুন।

আপনার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক।

আল্লাহ্‌র নিকট আমি আপনার, আপনার ভাই, আপনার সৈনিক ও আনসারদের আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবীর জন্য দুয়া করি। আল্লাহ্‌র নিকট আমি দুয়া করি, তিনি যেন আপনাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রকার ক্ষতি ও খারাবি থেকে হেফাজত করেন।

অতঃপর,

আমরা, আমাদের উম্মাহ, সকল মুজাহিদ ও মুহাজির ভাই যারা কিনা সমর প্রান্তরে আছেন - অত্যন্ত বেদনার সাথে আমাদের আমীর, আমীরুল মু'মিনিন মোল্লা আক্তার মুহাম্মাদ মানসুরের শাহাদাতের সংবাদ পেয়েছি। তার উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ্‌ আমাদের জান্নাতে মিলিত করে দিন কোনরকম পথচ্যুতি ও পরিবর্তন ব্যতীত। একারনে আমরা আনন্দিত যে তিনি তার রবের সাথে ক্রুসেডারদের বিমান হামলায় শহীদ হিসেবে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত একজন মুজাহিদ, একজন সম্মুখযোদ্ধা এবং আমীরুল মু'মিনিন হিসেবে সত্যের উপর অটল ছিলেন। আমরা এরূপই ধারণা করি। আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাৎ, যা কিনা একজন মুজাহিদের আকাঙ্খিত সর্বোচ্চ মাকাম- তা তিনি অর্জন করেছেন। এই সম্মানিত মাকাম তিনি অর্জন করেছেন রাশিয়ান কম্যুনিস্ট ও তাদের দোসর এবং আমেরিকা ও তাদের ক্রুসেডার দোসরদের সাথে সুদীর্ঘ জিহাদের মাধ্যমে। তিনি তার সারা জীবন ব্যয় করেছেন ন্যায়ের প্রচারে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার এবং আমাদের আমীর মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর (আল্লাহ্‌ তাদের উভয়কে ও তাদের সকল নেককার সঙ্গীদের উপর রহম করুন) এর সাথে। তারা আফগানিস্থান থেকে জুলুম, দুর্নীতি ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা রুখতে জিহাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমন এক জীবন শেষে তিনি তার রবের সাক্ষাৎ করছেন যা ছিল- চিরপ্রতিকূল পরিবেশে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রযাত্রার প্রতিকৃত যখন কিনা তা শত্রু ও শয়তানী চক্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। যখন কিনা বাকিরা পূর্ব ও পশ্চিমাদের হাতে বিক্রীত হয়েছে, হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্থ। এ জীবন তিনি ব্যয় করেছেন মুজাহিদিন ও নির্যাতিত মুসলিমদের পাশে দাঁড়িয়ে, তার ও আমাদের আমীর মোল্লা মুহাম্মাদ উমার (আল্লাহ্‌ তাদের

উভয়কে ও তাদের সকল নেককার সঙ্গীদের উপর রহম করুন) এর গর্বিত সাথী হয়ে। যখন কিনা ক্রুসেডারেরা তাদের দমন করতে পাগলপ্রায় তখনও তারা পর্বতপ্রমাণ দৃঢ়তা নিয়ে একজন মুসলিমকেও কাফেরদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেন। বিশ্বকে তারা জানান দেন যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সামনেই তারা মাথানত করবার নন; যদিও তাদের এর জন্য নিজেদের জীবন, পরিবার, সম্পদ এমনকি যাবতীয় সকল কিছু বিসর্জন দিতে হয়। স্বাধীনচেতা মানুষদের জন্য এমনি এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তারা রেখে গেছেন যা কিনা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মোল্লা আখতার মানসুর (আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন) কাবুল সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন যা ছিল মুসলিম ভূমি দখলকারী ক্রুসেডারদের এজেন্ট। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের তার সকল ভাইদের স্বার্থে তাদের সঠিক নেতৃত্ব দেন ও তাদের সত্যের পথে পরিচালনা করেন। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে শাহাদাতের জন্য বাছাই করে নেন (আমরা এরূপ ই ধারনা করি) জিহাদ, হিজরত, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে বাধা এবং ইবতাল ও প্রতারনা সত্ত্বেও দৃঢ়পদ এক জীবনের শেষে। আল্লাহ্‌র নিকট আমি দুয়া করি তিনি যেন তাকে তাঁর সেই সমস্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের সাথে কথোপকথনে তিনি বলেন- ‘‘তোমরা হীনবল হইও না দুঃখিত ও হই না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছিল। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির আমি পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই, যেন আল্লাহ্ মুমিনদের জানতে পারেন তাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহন করতে পারেন এবং আল্লাহ্ যালিমদের পছন্দ করেন না। এবং যাতে আল্লাহ্ মুমিনদের পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনও প্রকাশ করেন নাই?’’ আল ইমরান – (১৩৯-১৪২)

আল্লাহ্ আমাদের শহীদ (আমরা এরূপই ধারনা করি) আমীর মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মানসুর এর উপর রহম করুন যিনি ছিলেন একজন মুজাহিদ, একজন মুহাজির, সৎ গুণের প্রবক্তা, অসৎ গুণের বাধা, জুলুম ও দুর্নীতির বিরোধী। আমরা আল্লাহ্‌র বিচার ও তাঁর ইচ্ছার সামনে মাথা নত করি এবং তাঁর কাছে দুয়া করি, তিনি যেন সত্যের উপর, তাঁর দ্বীনের উপর, রাসুলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক) এর সুন্নাতের উপর, আল্লাহ্‌র দয়া ও সফলতার পথ- জিহাদের উপর আমাদের অটল থাকার তৌফিক দান করেন।

আমরা জিহাদের পথেই অবিচলিত থাকব, মুজাহিদিনদের নেতৃত্বেই একত্রিত থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাব যেভাবে আমাদের শহীদ (আমরা এরূপই ধারণা করি) উমারাগন পথ দেখিয়েছেন। তাদের মাঝে আছেন আমাদের আমীর- ইসলামের সিংহ শাইখ উসামা বিন লাদেন, আমাদের ভাই আবু মুসাব আয-জারকাভি, আবু হামজাহ আল-মুহাজির, মুস্তাফা আবু আল-ইয়াজিদ, আবু লাইথ

আল-লিবি, আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি, আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি এবং ময়দানের সকল বিশ্বস্ত উলামাগন (আল্লাহ্ তাদের সকলের উপর রহম করুন)। আমরা তাদের শহীদ হিসেবেই জানি এবং এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত, তাঁর ফয়সালাকেই আমরা চূড়ান্ত মানি।

আল-কায়েদার আমীর হিসেবে আমি আপনার কাছে আমাদের বাইয়াত পুনঃব্যক্ত করছি যা কিনা শাইখ উসামার (আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন) প্রদর্শিত পথ। মুসলিম উম্মাহকে তিনি ইসলামী ইমারাতকে সহযোগিতার এবং আনুগত্যের আহবান করতেন। আমিও সেই আহবান পুনঃব্যক্ত করছি।

আমরা আপনার নিকট আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর, রাসুলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক) এর সুন্নাতের উপর, সঠিক পথ নির্দেশিত খিলাফায়ে রাশেদিনের (আল্লাহ্ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হন) পথের উপর আনুগত্যের বাইয়াত করছি। আমরা বাইয়াত করছি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার যতক্ষণ না সমস্ত ভূমি ইসলামী শরিয়ার ছায়াতলে না আসে; সেসকল ভুমির যা ইসলামী শরিয়াহ দ্বারা শাসিত এবং যা এখনও শাসিত নয়; পরিচালিত অথবা এখনও পরিচালিত নয় – সেখানে উর্ধ্বে কোন শাসক নেই, নেই কোন বিরুদ্ধ মতের ক্ষমতা। আমরা আপনার নিকট এ মর্মে বাইয়াত করছি যে, আমরা সে সকল ভূমি ও শাসন থেকে মুক্ত যা আল্লাহ্ ব্যতিত অপরের আইন দ্বারা শাসিত, সেই চুক্তি থেকে মুক্ত যা শারীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক, চাই তা মুসলিম ভূমির ই হোক বা অপর কোন সংস্থার ই হোক।

আমরা আপনার নিকট বাইয়াত করছি জিহাদ চালিয়ে যাবার যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষ এক ইঞ্চি পরিমান ছিনিয়ে নেয়া মুসলিম ভূমি পর্যন্ত আমরা মুক্ত করতে সক্ষম হই; হোক তা কাশগার থেকে ইন্দোনেশিয়া, ককেসাস থেকে মধ্য আফ্রিকা, কাশ্মীর থেকে কুদস, ফিলিপিন থেকে কাবুল, বুখারা থেকে সমরকান্দ। আমরা বাইয়াত করছি সেই সকল শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবার যারা শরীয়ার বিপরীত আইন দেয় ও মুসলিমদের উপর সেই কুফরী আইন কায়েম করে, যারা দুর্নীতি ছড়ায় এবং মুসলিমদেরকে মুরতাদ শাসনের গোলামীতে আটকে রেখেছে।

এবং এ জিহাদ তাদেরও বিরুদ্ধে যারা শরিয়াহ এর আইনকে হেয় করে এবং কাফেরদের দর্শন প্রচার করে, যারা মুসলিম উম্মাহর সম্পদ শত্রুদের হাতে অর্পণ করে।

আমরা আপনার নিকট বাইয়াত করছি এই মর্মে যে, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ সাধ্যমত অসহায় মুসলিমদের সাহায্য করব তারা যেখানেই থাকুক, আমরা উত্তম কাজের প্রসার ঘটাবো, যা কিছু খারাপ আমরা তাঁর প্রতিকার করব।

আমরা বাইয়াত করছি, আমরা ইসলামিক সাম্রাজ্যের ও তার নেতৃবৃন্দের প্রতিরক্ষা করব যতক্ষণ তারা আমাদের আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসুলের (তাঁর উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক) সুন্নাহের উপর পরিচালিত করবেন।

বাইয়াত করছি এই মর্মে যে, নবুওয়াতের আদলেই আমরা খিলাফা প্রতিষ্ঠা করব যা মুসলিমদের শুরা থেকে তাদের পছন্দ অনুযায়ীই হবে। সেই খিলাফাহ যা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে, একে অপরকে নাসীহাহ এর জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবে, জুলুমকে প্রতিহত করবে, ফিরিয়ে দেবে মানুষের অধিকার এবং যারা জিহাদের কালো পতাকা তুলে ধরবে।

আমরা আপনার নিকট উল্লেখিত সমস্ত বিষয়ের উপর বাইয়াত করছি, বাইয়াত করছি শোনার ও আনুগত্যের খারাপ ও ভাল সময়ে; সহজ ও কঠিন সময়ে; আমাদের সর্বোচ্চ সাধ্যমত।

আমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাই তিনি যেন আমাদের এ বাইয়াত পরিপূর্ণ করার তৌফিক দান করেন এবং আপনাকেও এ গুরুদায়িত্ব পালনে সাহায্য করেন।

হে আমাদের নেতা আমিরুল মু'মিনিন মৌলভী হায়বাতুল্লাহ, আল্লাহ্‌ আপনাকে হেফাজত করুন ও হেদায়েত দিন। আল্লাহ্‌ আযযা ওয়া যাল আপনাকে ও আপনার দুই পূর্বসূরী আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর ও মোল্লা আক্তার মুহাম্মাদ মানসুর (আল্লাহ্‌ তাদের উভয়কে দয়া করেন) কে মর্যাদা দান করেছেন। আপনাদের হাতে আল্লাহ শিয়া ও কমুনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদে বিজয় দান করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন ইসলামিক স্টেট। আল্লাহ্‌ আপনাদের হাতেই ওসমানী খেলাফত পতনের পর প্রথম স্বীকৃত ইসলামিক স্টেট দান করেন আজও যেটি ছাড়া কোন স্বীকৃত ইসলামিক স্টেট নেই। এটি জিহাদ প্রতিষ্ঠা করেছে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিহত করনে, ইসলামী শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। মুজাহিদ ও মুহাজিরগন সকলেই এর বৈধতা সম্বন্ধে অবগত এবং তাদের আন্তরিকতার কারনে তারা এর প্রতি আনুগত্যের বাইয়াত করেছেন। আমাদের ইমাম শাইখ উসামা বিন লাদেন (আল্লাহ্‌ তাঁর উপর রহম করুন) ও এ রাষ্ট্রের বাইয়াত দেন এবং সকল মুসলিমকেই তা করতে আহবান করেন। তিনি তাঁর এ বাইয়াত আনুগত্যের চূড়ান্ত বাইয়াত হিসেবে ঘোষণা করেন এবং যেই মুসলিম মাত্রই উসামা বিন লাদেনের নিকট অথবা আল-কায়েদার নিকট আনুগত্যের বাইয়াত রয়েছে তা সবই এর আওতাধীন হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌ আযযা ওয়া যাল আপনাকে সম্মানিত করেছেন ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে, নিজেদের জান ও মাল কুরবানী করে মুজাহিদ ভাইদের নিরাপত্তা দানের বাবস্থা করে। আর এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

আজ আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা ও সন্তানেরা ইসলাম বিরোধী বৈশ্বিক যুদ্ধের মোকাবেলায় সামনে দাঁড়িয়েছে যে বিশ্ব কিনা কাশগার থেকে তাঙ্গিয়ার এবং ককেসাসের পর্বতচূড়া থেকে মধ্য আফ্রিকা সর্বত্র ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে লিপ্ত। এরূপ দুর্যোগের মাঝে এবং যেখানে তাদের যুদ্ধের জন্য বাধ্য করা হচ্ছে এর মাঝে তারা এ ইসলামিক স্টেটকে মুসলিমদের শক্ত দুর্গ ও নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে দেখে। আপনি শুধু এ আস্থা চালু রাখতে সর্বশক্তিমান ও সর্বনিয়ন্তার সাহায্য কামনা করুন, তারা আপনাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় রাখবে ইনশাল্লাহ।

পরিশেষে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দুয়া করি তিনি যেন আপনার কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেন, আপনাকে তাঁর অনুগত করেন, আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদের সহযোগী বানান, আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে সাহায্য করেন। আমরা আপনারই সৈনিক, আনসার এবং আপনার নিজস্ব বাহিনী। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, ‘‘যে আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করে তাঁর জন্য তিনি পথ করে দেন। এরূপ স্থান থেকে তিনি তাঁর ব্যবস্থা করে দেন যা তাঁর কল্পনাতীত। এবং আল্লাহ্‌র উপর যে আস্থা রাখে আল্লাহ্‌ তাকে শক্তি দান করেন।’’

আপনার ভাই,

আইমান আল যাওয়াহিরী।

আমীর, আল-কায়িদা

২৯ শাবান, ১৪৩৭।